গণ-শত্রু

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

শেষ পর্ব

"Three Billion Dollar is spend Annually in USA to fight Islam."

Dr. M. Amir Ali phD (Shodalap).

ইসলাম ও মুসলমান জাতীকে সমূলে ধংস করার লক্ষ্যে আমেরিকা সহ সারা পৃথিবীর হিন্দু, জুইস্, খৃষ্টানদের সঙ্গবদ্ধ ষড়যন্ত্রের যে ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছেন, তা পড়ে শুধু একটা প্রশ্নই বার-বার মনে জাগে- তারপর ও মুসলমানগণ একটি হিপোক্রাট, চরম মুসলিম বিদ্বেষী, অগনতান্ত্রীক, বৈষম্যবাদী দেশে আছেন কি ভাবে? এই মহা-শক্তিধর আমেরিকা একবার মাতুব্বরী করতে আমাদের দেশে গিয়েছিল। সে দিন আমেরিকার বুঝতে দেরী হয়নি, স্বাধীনচেতা এরা যে দূর্ভাষা ক্ষেপা বাঙ্গালী, এরা জাহান্নামের আগুনে বসে হাসে পুষ্পের হাসি। বঙ্গোপসাগর থেকে সপ্তম নৌ-বহর নিয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে প্রানে বেঁচেছিল।

আপনার ভাষায়- "There is an effective opposition to Islam in America in the political arena. Extremist Anti-Islam bigots and demagogeues are very much disappointed with the lukewarm support for their cause in the White House and the media, in general, Jerry Falwell, Franklin Graham, Pat Robertson, Robert Morey, Daniel Pipes, Joshan Katz, Bill O'Reilly, Steve Emerson, Sean Hannity, Rush Limbaugh, Richard Perle, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Bernard Lewis, Samuel Huntington, Henry Kissinger and hundred of other lesser known enemies of Islam including a few senators and congressmen are very active in creating hate against Islam and Muslims without much resistance. Fox News is dedicated to a full-time anti-Islam campaign." আমেরিকা যে এত খারাপ তা আগে মোটেই জানতাম না। ইংল্যান্ডে বর্ণ-বাদী একটি দল (BNP) আছে, তাদের প্রচারণা আমেরিকার মত এত শক্তিশালী ও নয় ইসলাম বিদ্বেষী ও নয়। আপনি যেমন লিখেছেন- "According to some estimates, anti-Islam groups are spending as much as three billion dollars annually to fight Islam intellectually, socially, economically, politically. Hundred of Islam-hate flyers, brochures, tracts, booklets and books are being distributed free by the millions all over the U.S. and abroad. There are over 1000 anti-Islam web sites, some of which are supported by multi-million dollar budgets annually. In addition, ther are over 200 Christian organozations spreading their own Islam-hate material worldwide." আমাদের ইংল্যান্ডে তা কিন্তু

সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড খুব ই ইসলাম প্রীয় দেশ। যে হারে চার্চ বন্ধ করে ইংরেজদের জন্য তৈরী হচ্ছে কম্যুনিটি সেন্টার, ট্রেইনিং সেন্টার, এডাল্ট এডুকেশন সেন্টার, সে হারে মুসলমানদের জন্য তৈরী হচ্ছে শহরে-শহরে মসজিদ। ১০/১২ বৎসরের মুসলমান মেয়েরা মাথায় হেজাব লাগিয়ে গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা পোষাক পরে স্কুলে যায়। সুইমিং সেসনে, স্কুল-এসেম্বলীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগীতায়, পি, ই ক্লাসে মুসলমান মেয়েরা অংশগ্রহন না করলে সরকার কিছু বলেনা। আমাদের মুসলিম পোষাক ও মুসলিম সংস্কৃতিতে তাদের সাংঘাতিক শ্রদ্ধাবোধ। প্রিন্স চার্লস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আয়োজিত শেলডোনিয়ান থিয়েটার হলে প্রধান অতিথির সুদীর্ঘ ভাষনে স্পেইনে মুসলিম সভ্যতা ও শাসনের যে চিত্র তোলে ধরেছিলেন, শুনে শ্রোতাগণ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ আট শত বছরের ইউরোপে মুসলিম শাসনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে অভূতপূর্ব উন্নয়নের উল্লেখ করে প্রিন্স চার্লস্ বলছেন- " We have underestimated the importance of 800 years of islamic society and culture in Spain between the 8th and 15th centuries. The contribution of Muslim Spain to the preservation of classical learning during the dark ages, and to the first flowering of the Renaissance, has long been recognised. (কোন ইসলামী স্কলারের লেখা ভাষন নয় তো?)

রাজকুমার চার্লস্ আরো বলেন- Islam natured and preserved the quest for learning. In the words of the tradition 'The ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr'. Many of the innovations on which modern Europe prides itself come to it from Muslim Spain. (খুব ই শেখানো বুলি)।

বিশ্ব সভ্যতায় ইসলাম যে আল্লাহ প্রদত্ত একটা কালজয়ী আদর্শ এবং মানব রচিত ও বিবর্তিত অন্যান্য আদর্শের ওপর ইসলামের সত্যতা প্রমান করে প্রিন্স চার্লস্ বলেন- The surprise, ladies and gentlemen, is the extent to which Islam has been a part of Europe for long, first in Spain, then in Balkans, and in the extent to which it has contributed so mush towards the civilisation which we all too often think of, wrongly, as entirly western. Islam is part of our past and our present , in all fields of human endeavour. It has helped to creat modern Europe. Islam is part of our inheritance, not a thing apart. উপসংহারে প্রিন্স চার্লস্ বলেন- Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is poorer for having lost. (দ্রঃ- আলোর পথ, লন্ডন ৩য় বর্ষ, জুলাই ২০০০।)

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, প্রিন্স চার্লস্ আর টনি ব্লেয়ার অতি সত্বর কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবেন।

"আমি যখন ক্ষুধার্থদের মুখে অন্ন তোলে দেই ওরা বলে 'তুমি স্বর্গদূত'। যখন আমি প্রশ্ন করি হে অনাহারী, তোদের কাছে আহার নেই কেন, ওরা বলে ' তুমি কম্যুনিষ্ট, তুমি নাস্তিক'।"

কোথায় পড়েছি, কার লেখা উক্তিটি আজ আর মনে নেই। সম্ভবত সমাজ বিজ্ঞানী Mike O' Donnell বলেছিলেন। বই ঘাটা-ঘাটি করে রেফারেন্স খোঁজে

বের করার সময় ও নেই ইচ্ছে ও নেই। নিজেই যেখানে বাস্তব সাক্ষী। দুটি স্মরণীয় ঘঠনা-

ডিসেম্বরের ঘন কোয়াশায় চতুদিক আচ্ছন্ন ইংল্যান্ডের এক রাত্রি। দশ-গজ দূরের সাইন-পোষ্টটা ও দেখা যায়না। রাস্থায় চলা-চলে গাড়ি চালকদের জন্য রেডিও টেলিভিশনে ঘন-ঘন- সতর্ক বাণী দেয়া হচ্ছে। বড়-বড় রাস্থায় ফ্লাশ-লাইট সতর্ক করে দিচ্ছে Maximum speed limit 5 miles an hour. ১৭ বছরের চাচাতো ভাই সেলিম রাত ১২টার পর রেষ্টুরেন্টের কাজ শেষে নাইট ক্লাবে যাচ্ছিল। দুই Mesure Bacardy and Coke পান করেছিল গাড়িতে উঠার আগে। গাড়ি চালাচ্ছিল ৭০ মাইল স্পীডে। কখন যে Roundabout এ এসে পড়েছিল দেখতে ই পায়নি। সোজা লোহার রেলিং এ ৭০ মাইল স্পীডে ধাক্কা খেয়ে গাড়ি কয়েকবার উল্টে-পাল্টে একটি খাদে পড়ে যায়। Ambulance ঘঠনাস্থলে পৌছার আগেই সেলিম মারা যায়। তার ১৯ বছরের সাথী বন্ধু পঙ্গু হয়ে সারা জীবনের জন্য হুইল চেয়ারে বসে গেছে। চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'সেলিম মারা গেল কি ভাবে'? চাচা বড়-বড় চোখে হাত-পা নাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন আজরাইল কি ভাবে আল্লাহ্‌র ফরমান নিয়ে সেই Roundabout এ এসেছিলেন, আর বল্লেন, ডাক এসেছে সেখান থেকে, (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে) আরতো থাকার উপায় নেই। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করি 'গাড়ি চালাচ্ছিল কত মাইল স্পীডে'। চাচা বল্লেন, ভাতিজা, তোমার বিজ্ঞান নিয়ে সরে যাওতো, আমার মন ভাল নেই।

একদিন সংবাদ পেলাম বাংলা দেশে আমার ভাতিজা ৩ বছরের শিশু পুকুরের জলে ডুবে মারা গেছে। টেলিফোনে ভাবীকে জিজ্ঞেস করলাম 'সে পুকুরে গেল কি ভাবে'? ভাবী বল্লেন, 'আজরাইল ডেকে নিয়েছেন ভাই, আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ নিয়ে গেছেন'। আমার ইচ্ছে ছিল জিজ্ঞেস করি, হঠাৎ করে আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন পড়লো এই শিশুটিকে ডেকে পাঠাবার? তা না করে বল্লাম 'আপনি তখন কোথায় ছিলেন'? ভাবী বল্লেন, নাস্তিকী কথা বলোনা, ভাতিজার জন্য পারলে দোয়া করো।

এ দুটি শিশু কিশোরের মৃত্যুর কারণ কি?

(এক) ছেলেটির মদ পান করে অসতর্ক, হাই-স্পীড, রেকলেস্ গাড়ি ড্রাইভ, ভাবীর দুপুর বেলার ঘুম?

(দুই) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা?

সত্য কোনটি? দুটো ই সত্য হতে পারেনা। সত্য হবে যে কোন একটি, না হয় দুটো ই মিথ্যা। একজন ইকোনমিক্স্ এ পি-এইচ-ডি ডিগ্রী হোল্ডার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বল্লেন- সত্য দুটো ই। এদের মত উচ্চ-শিক্ষিত লোকদেরকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Pseudo-Scientist. আমি বলি

গণ-শত্রু। এরা নিজের সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়না, অথচ মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখতে কলম ধরে। এরা ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখে গরীবকে শোষন করার জন্য, দূর্বলের উপর

আধিপথ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে। এরা আস্তিকের বেশে নাস্তিক, মুক্তিযোদ্ধার বেশে রাজাকার। এঁদের মধ্যে আছেন ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ,

কবি, সাহিত্যিক। একজন ইসলামি কলামিষ্টকে, যিনি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আগ্রাসনের ওপর প্রচুর লিখেন, জিজ্ঞেস করেছিলাম- সাদ্দাম হোসেনকে সরিয়ে বুশের ইরাক দখল, আর গৌড়গবিন্দকে সরিয়ে ইয়ামন দেশের শাহ্জালালের সিলেট দখলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? এমন একটা আজগুবি প্রশ্নের জন্য কলামিষ্ট প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ কিছু সময় নিয়ে উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন- 'শাহজালাল সিলেট দখল না করলে আমরা মুসলমান হতাম কি ভাবে'।

মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'মুসলিম বিদ্বেষী' শব্দটির ব্যবহার অযৌক্তিক, এবং হীন-মন্যতার প্রমান। কোন ধর্মের সমালোচনা করার অর্থ সেই ধর্মাবলম্বীদের ঘৃনা করা নয়। একজন নাস্তিক, তার আস্তিক বাবা, মা, ভাই বোন, দেশের মানুষ, তার জাতীকে ঘৃনা করেনা। সে তার আপনজনকে, তার জাতীকে বড় বেশী ভালবাসে বলে-ই তাদের সামনে তোলে ধরতে চায় ধর্মের অমানবিক রূপটি।

অনেকে বলেন শুধু ইসলাম ধর্মের সমালোচনা কেন? আমি বলি জন্ম থেকে দেখে আসছি যে ধর্মটি, যার সাথে আমার জীবন মরণ সম্পর্ক, যে আমার জগতে সার্বক্ষনিক তদারকী করতে চায়, তার কথা ই তো বলা উচিৎ। জুইস, খৃষ্টান, হিন্দু কেউতো আসেনি কোনদিন আমার পথের কাঁটা হয়ে। ইসলাম বাঁকা চোখে বিদ্রুপের হাসি হাসে, যখন আমার বউ গাড়িতে ড্রাইভীংসীটে আমার পাশে বসে। ধর্ম আসে লাঠি হাতে তাড়িয়ে আমার বোনের বিয়েতে আলোক-সজ্জা নিষেধ করতে। ইসলাম এসে বাধা দেয় আমার গ্রামের মেয়েদের স্কুলে ইউনিফরম পরতে। সে আমাদের স্কুলের শহীদ মিনার ভেঙ্গে চুরমার করলো, প্রফেসার দাউদ হায়দারকে এম,সি, কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিল, আমার খালার ঘাড়ে দুই স্ব-তীন বসিয়ে দিল, কমলগঞ্জের নুরজাহানকে হত্যা করলো, আমি কি সেই ইসলামকে জানবোনা, তার কথা লিখবোনা? ওরা আমাকে বলে-তুমি যে ইসলাম দেখেছ, যে ইসলামের কথা বলছো, সেটা আসল ইসলাম নয়। আসল ইসলাম বুঝি মসজিদ, মাদ্রাসা, দেওবন্দ, হাটহাজারী ছেড়ে এসে, বাসা বেঁধেছে স্কুল কলেজ, ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিকদের মাথায়। তারা (Pseudo-Scientist) চোখ বুজে বলে দেয়- "ঐ সন্ত্রাসী ঘঠনার পেছনে আসল ইসলামের, আসল মুসলিমদের কোন হাত নেই, ওরা কিছু মিস্-গাইডেড্, মিস্-লেড মুসলমান নামধারী লোক, ওদের দুষকর্মের জন্য ধর্ম দায়ী নয়"।

ধর্ম সম্পর্কে কার্ল-মার্কস বলেন- 'Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of the heartless world…it is the opium of the people'.

তিনি বুঝাতে চান- the majority of people are misled in to accepting their 'oppression' by the promise of better things hereafter.

নিউজিল্যান্ড থেকে যে ধর্ম-প্রান, ইসলাম প্রীয় আসল মুসলমান ভদ্রলোক মুক্ত-মনাদের কাল্পনিক সরকার বানিয়ে ব্যঙ্গাত্বক লেখা লিখেছেন, ইসলামি ফোরাম

থেকে তার কোন সমালোচনা, প্রতিবাদ আশা করা ভুল। ইসলামি চিন্তাবিদগণ এ জাতীয় লেখা লেখির নতুন নাম দিয়েছেন 'ইসলামি মিডিয়া জিহাদ'। বৈশাখী মেলায় বোমা জিহাদ, রমনা পার্কে চাপাতি জিহাদ, সংসদে ব্লাসফেমি জিহাদ, প্রচার মাধ্যমে মিডিয়া জিহাদ। এ জিহাদ, মুক্ত-মনাদের গলা কাটার জিহাদ, এ জিহাদ যুক্তিবাদীদের হাত থেকে কলম কেড়ে নেয়ার জিহাদ।

মুক্ত-মনা, ভিন্নমত, লেখা-লেখির গুণগত মানের চেয়ে, স্বদেশ, স্বজাতী ও পৃথিবী নিয়ে, আমার মত সাধরণ মানুষের Ideology, -ভাবনা চিন্তা, সাধ-ইচ্ছা, আশা-আকাংখা, বিশ্বাস, ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছেন বিধায় লেখালেখির এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ইন্টার-নেটের বাংলা ফোরামে পাঠক হয়ে এসেছিলাম। ফোরাম থেকে অনেক পেয়েছি, অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি। পরিচয় হয়েছে ভাল মানুষ শিক্ষকসম গুরুজনদের সাথে, সেই সাথে চেনা হলো, অসুর, গণ-শত্রুদেরকে ও।

পুনশ্চ:- কামনা করি সেতরা হাসেম, শীঘ্র পূর্ণ সুস্থ হয়ে হস্পিট্যাল থেকে ফিরে আসুন।